গান্ধীনগরের আদালাজ স্টেপ ওয়েল এবং কাঁকরিয়া হ্রদ—
অজয় মজুমদার দ্বিতীয় পাতায়...
গণ আন্দোলনের নেত্রী আরতি ভৌমিকের স্মরন সভায় বহু মানুষের সমাগম দ্বিতীয় পাতায়...
প্রয়াত পত্রিকা সম্পাদক পুলিন কৃষ্ণ দাসের স্মরণ সভা তৃতীয় পাতায়...
বনগাঁ উৎসবে যোগাসনে প্রথম অঙ্কিতা চতুর্থ পাতায়...

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 7 ❑ Issue 06 ❑ 27 Apr., 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

বনগাঁয় গোষ্ঠী কোন্দলে জেরবার বিজেপি নেতৃত্ব। বিধায়কের গাড়িচালক পেটালো বিজেপি কর্মীকে

প্রতিনিধি ঃ গত বিধানসভা ভোটের পর থেকে বনগাঁ মহকুমায় বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল তীব্র আকার নিয়েছে। দলীয় কর্মসূচিতে সকলের উপস্থিতি দেখা যায় না। সোশ্যাল মিডিয়ায় একে অপরের বিরুদ্ধে পোস্ট করার ঘটনাও ঘটে নিয়মিত। নেতাদের অনুগামীরা মাঝেমধ্যেই নিজেদের মধ্যে গোলমালে জড়িয়ে পড়েন। এবরও এরকমই একটি ঘটনার সাক্ষী থাকলো বনগাঁ শহরের বাসিন্দারা। বিধায়কের অনুগামীরা বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক পিটিয়ে রাস্তায় ফেলে পালিয়ে গেল। সব মিলিয়ে বিজেপি নেতৃত্বের কাছে বনগাঁ বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল ক্রমশ মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

রবিবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ এক বিজেপি কর্মী তথা বনগাঁ উত্তর বিধানসভার বিজেপির আইটি সেল এর কো-কনভেনার এর উপর হামলার অভিযোগ উঠল বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়ার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বিজেপি

কর্মীদের বিরুদ্ধে। বনগাঁ থানার চাঁপাবেড়িয়া এলাকার ঘটনা। প্রহৃত শান্তনু মালাকারকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার বাঁ চোখটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ছেলের উপর হামলার ঘটনায় সোমবার সকালে শান্তনু বাবুর বাবা মনোতোষ বাবু বনগাঁ থানায় তরুণ বিশ্বাস, লাল্টু ঘোষ, গোবিন্দ ভট্টাচার্য সুরজিৎ শীল সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তদন্ত নেমে পুলিশ লাল্টু ঘোষকে গ্রেফতার করেছে। সোমবার ধৃতকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তার ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

শান্তনু বাবুর পরিবারের লোকেরা জানিয়েছেন, রবিবার রাতে শান্তনু বাবু বাড়ি ফিরছিলেন। তার বাড়ি বনগাঁ থানার নয়াগোপালগঞ্জ এলাকায়। রাস্তায় তিনি চাঁপাবেড়িয়ে এলাকায় একটি চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিলেন। অভিযোগ, সে সময় বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়ার গাড়ি নিয়ে এসে

তৃতীয় পাতায়...

মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের হেলিপ্যাড এখন ট্রাক পার্কিং, ক্ষোভ

জয় চক্রবর্তী ঃ কয়েক বছর আগে তৈরি হওয়া হেলিপ্যাডের গেট বছর খানিক ধরে ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আর সেই ভাঙা গেট দিয়ে একে একে সেখানে ঢুকছে কৃষাণ মান্ডিতে সবজি নিতে আসা অন্য রাজ্যের ট্রাক। ঘন্টা খানিকের মধ্যে হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডটি ভরে গেল ট্রাকে। এভাবেই বছর খানিক ধরে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের হেলিপ্যাড এখন ট্রাক পার্কিংয়ে

পরিণত হয়েছে। বছরখানেক ধরে ভেঙে রয়েছে হেলিপ্যাডের আশপাশের লোহার রেলিং। অভিযোগ, অসাধু ব্যবসায়ীরা রাতের অন্ধকারে সেই লোহার রেলিং বিক্রি করে দিচ্ছে। যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বাসিন্দারা। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তারা।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তি শহর। সীমান্ত বন্দরসহ বনগাঁ শহরে রাজ্য সহ দেশের আধিকারিকদের আসতে হয়। সে কথা মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যের কয়েকটি জায়গার পাশাপাশি বনগাঁ কৃষাণ মান্ডির ভেতরে ২০১৭ সালে তৈরি হয়েছিল স্থায়ী হেলিপ্যাড। তাঁর চারদিকে দেওয়া হয়েছিল লোহার রেলিং। তৈরি করতে প্রায় কোটি টাকা খরচ করেছিল রাজ্য সরকার। তৈরির পর এটি বিশেষ ব্যবহৃত না হলেও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তা নষ্ট হতে চলেছে। প্রতি সোম ও শুক্রবার কৃষকরা তাদের ফসল নিয়ে আসেন কিষাণ মান্ডিতে। এর সামনেই রয়েছে লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা হেলিপ্যাড। কিন্তু সেটি এখন পণ্যবাহী ট্রাকের আস্তানা তৈরি হয়েছে। কেউ উত্তর প্রদেশ, তো কেউ দিল্লির ট্রাক চালক, আবার কেউ এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলার। তাঁরা অবাধে এখানে ঢুকে সবজি লোড করে নিয়ে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকায় বিভিন্ন মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ট্রাক চালক, জানিয়েছেন,জায়গাটি আবর্জনায় ভরা। কোন গেট নেই। দীর্ঘদিন ধরে তারা কৃষাণ মান্ডিতে সবজি নিতে এসে এখানে গাড়ি পার্কিং করেন।

স্থানীয়দের বক্তব্য, কৃষাণ মান্ডির পাশেই বনগাঁ ব্লক অফিস। সেখানে ব্লক আধিকারিকেরা রয়েছেন। এত বড় কিষাণ মন্ডিতে দৈনিক বহু কৃষক আসেন এবং সেখানেও সিভিক ভলেন্টিয়ার পুলিশসহ একাধিক প্রশাসনিক লোকজনের আনাগোনা লেগেই থাকে। তাদের চোখের সামনে দীর্ঘদিন ধরে এভাবে বেআইনি পার্কিং গজিয়ে উঠেছে। কিভাবে চলছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বাসিন্দারা। স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের

দ্বিতীয় পাতায়...

শ্বাসরোধ করে প্রেমিকাকে খুনের অভিযোগ উঠল প্রেমিকের বিরুদ্ধে

প্রতিনিধি ঃ শ্বাসরোধ করে প্রাক্তণ প্রেমিকাকে খুন করার অভিযোগ উঠল প্রেমিকের বিরুদ্ধে। বনগাঁ থানার কলমবাগান এলাকায় মঙ্গলবার সন্ধ্যার ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম সান্ত্বনা প্রামানিক। অভিযুক্তের নাম অনন্ত সাহা। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। সান্ত্বনার বাবা লক্ষ্মণশীল বনগাঁ থানায় অনন্তর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ খুনের মামলা রুজু করে উপরে ঘটনার তদন্ত শুরু করে অনন্তর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর ১২ আগে সান্ত্বনার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল দত্তফুলিয়ার বাসিন্দা মধু প্রামানিকের সাথে। তিনি কর্মসূত্রে বিদেশে থাকেন। সান্ত্বনা ১০ বছরের মেয়ে সাথীকে নিয়ে কলমবাগান এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। সান্ত্বনা বাগদার বাসিন্দা অনন্তর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল।

সম্প্রতি সান্ত্বনা সেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

লক্ষণ বাবু বলেন, 'মেয়ে সম্পর্ক রাখতে না চাওয়ার কারণেই অনন্ত তাঁকে শ্বাসরোধ করে খুন করেছে। মাস দুয়েক আগে মেয়েকে মারধরও করেছিল সে।

পরিবারের লোকজন জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল থেকে তারা মেয়েকে ফোন করছিলেন। ফোনের সুইচ অফ ছিল। তারপর তারা মেয়ের ভাড়া বাড়িতে এসে দেখেন মেয়ে খাটে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। গলায় ওড়নার ফাঁস দেওয়া। পুলিশে খবর দেওয়া হলে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে।

বেআইনি পথে তপশিলি শংসাপত্র নেওয়ার অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ বেআইনি পথে এসসি এসটি শংসাপত্র সংগ্রহ করা হচ্ছে বনগাঁ মহকুমা জুড়ে।

রাজনৈতিক দলের একাংশের নেতা-নেত্রীরা রাজনৈতিক ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে তারা এই শংসাপত্র সংগ্রহ করছে বলে অভিযোগ। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পথে নামলো মতুয়া মহা সংঘের বনগাঁ মহকুমা কমিটি। বৃহস্পতি তাঁরা বনগাঁ বাগদা গাইঘাটা ব্লক অফিসের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে স্মারকলিপি জমা দেয়।

কমিটির আহ্বায়ক প্রসেনজিৎ বিশ্বাস বলেন, "বনগাঁ মহাকুমাতে কিছু নেতা-নেত্রী আছে, জনপ্রতিনিধি আছে, তারা টাকার বিনিময়ে এসসিএসটি শংসাপত্র সংগ্রহ করেছে। আমরা মহকুমা শাসককে জানিয়ে ছিলাম। এবার বনগাঁ মহকুমার প্রতিটি ব্লক অফিসে ব্লক আধিকারিকদের কাছে স্মারকলিপি জমা দিলাম। যাতে বেআইনি পথে শংসাপত্র বানিয়ে কেউ ভোটে না দাঁড়াতে পারে।"

খুনের মামলায় অভিযুক্ত জামিনে মুক্ত থাকা ব্যক্তির অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

প্রতিনিধি ঃ খুনের মামলায় অভিযুক্ত এক ব্যক্তি সম্প্রতি জামিনে মুক্ত ছিল। ঘরের মধ্যে থেকে তাঁর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। এই মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার শিমুলপুর হাজরা তলায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম বাবলু বিশ্বাস। তিনি হাজরা তলার বাসিন্দা। ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে হাজার তলার একটি জবা বাগান থেকে পঙ্কজ শিকারী নামে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। খুনের অভিযোগ হলে সেই খুনের মামলায় গ্রেফতার হয়েছিল বাবলু। চলতি মাসের ২০ তারিখে সেই মামলায় জামিন পেয়েছিল সে।

পরিবারের লোকেরা জানিয়েছেন, মৃত বাবলুর স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে এদিন দুপুরে বাপের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। রাতে বাবলু ও তার মা বাড়িতে ছিল। বাবলু তার নিজের ঘরে একাই ঘুমাচ্ছিল। স্ত্রী গৌরী বিশ্বাস জানিয়েছেন, 'রাতে মেয়ের সঙ্গে এবং আমার সঙ্গে ফোনে বহু সময় কথা বলেছিল। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাতেই এক প্রতিবেশী ফোন করে জানায় বাড়িতে আগুন জ্বলছে। গভীর রাতে প্রতিবেশীরা হঠাৎ আগুন দেখে ছুটে আসে। খবর পেয়ে ছুটে আসে গাইঘাটা থানার পুলিশ। আগুন নিভিয়ে পুলিশ বাবলুর অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠায়। স্ত্রী গৌরী বিশ্বাস বলেন 'আমার স্বামী আত্মহত্যা করতে পারে না। তাকে শ্বাসরোধ করে খুন করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও পরিবারের পক্ষ থেকে গাইঘাটে থানায় এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ করা হয়নি।

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ০৬ ❐ ২৭ এপ্রিল, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

মে দিবস

শোষণের বিরুদ্ধে বারবার রুখে দাঁড়িয়েছেন শ্রমজীবী মানুষ। পুঁজিবাদের হিংস্র আত্মপ্রকাশ, শ্রমজীবী মানুষদের ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছিল। পুঁজিবাদের নির্দিষ্ট কোনও সময়সীমা ছিল না, শ্রমিক শ্রেনীর জন্য। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মহান পথিকৃত কার্ল মার্কস তাঁর দাস ক্যাপিটাল গ্রন্থের প্রথম খন্ডে আট ঘন্টার কাজের দাবীর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। ১৮৮৬ সালে আমেরিকা জুড়ে মে মাসে এই দাবীতে ধর্মঘট শুরু হয়। শিকাগোর ম্যাককরমিক হারভেষ্টার কারখানায় শ্রমিকদের উপর নির্মম অত্যাচারের প্রতিবাদে ৪ঠা মে শিকাগো হে মার্কেটে সংগঠিত শ্রমিকদের উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে, তাতে ৪ জন শ্রমিক মারা যান। অনেকে আহত হন। পরবর্তীকালে স্পাইজ, ফিশার, এঞ্জেল, পারসনকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

১৮৮৬ সালের পয়লা মে আমেরিকায় ৮ ঘন্টা কাজের দাবীতে শ্রমিক শ্রেনির যে ব্যাপক ধর্মঘট শুরু হয়েছিল সেটাই ঐতিহাসিক মে দিবস নামে পরিচিত। ১৮৯০ সালের ১লা মে থেকে মে দিবস পালনের শুরু, বলা হয় আন্তর্জাতিক মে দিবস। বর্তমানে মে দিবস মানেই আন্তর্জাতিক মে দিবস, সারা দুনিয়ার শ্রমজীবীরা এই দিনটা পালনের মধ্যে দিয়ে শ্রমিক শ্রেনির আন্তর্জাতিক সংহতি প্রকাশ করে। পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তির শপথ নেয়।

পুঁজিবাদের প্রথম যুগে কাজের ঘন্টার কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না। কখনো বারো, চোদ্দ, ষোলো, আঠারো, এমন কী কুড়ি ঘন্টাও কাজ করতে হতো শ্রমজীবী মানুষকে। তবে আট ঘন্টা কাজ, আট ঘন্টা বিশ্রাম, আট ঘন্টা আনন্দ এই আওয়াজ ছিল শ্রমিক শ্রেনির সুস্থ চেতনার প্রকাশ। এই চেতনার ফলেই সারা দুনিয়ার নানা জায়গা থেকে শুরু হতে থাকে আট ঘন্টার আন্দোলন, বিক্ষোভ ও ধর্মঘট। আট ঘন্টার দাবিতে সর্বপ্রথম অষ্ট্রেলিয়ায় ধর্মঘট হয়েছিল ১৮৫৬ সালের ২১ শে এপ্রিল।

১৮৪৮ সালে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে মার্কস এঙ্গেলসই প্রথম আহ্বান জানিয়েছিলেন, সব দেশের শ্রমজীবী মানুষ এক হও। শৃঙ্খল ছাড়া হারানোর কিছুই নেই তোমাদের। আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনেও তা প্রচন্ড প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু শুধু আহ্বান জানিয়েই ক্ষান্ত হননি। ১৮৬৪ সালে তাঁরই অনুপ্রেরণায় ও নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল শ্রমিক শ্রেনির প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন। আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতি। আর তারই ফলে আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলন সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। ১৮৮৬ সালের ১লা মে তারিখের অভ্যুত্থান মার্কস দেখে যেতে পারেননি। ১৮৮৩ সালের ১৪ই মার্চ শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। সে যুগে দৈনিক ১২ ঘন্টা থেকে ১৪ ঘন্টা অতি সামান্য বেতনে শ্রমিকদের নিষ্ঠুরভাবে খাটিয়ে জন্ম নিচ্ছিল আমেরিকার একচেটিয়া পুঁজি।

ফোর্ড-মর্গান, রকফেলার ইত্যাদি রাঘব বোয়ালদের সেটাই ছিল জন্মলগ্ন। এমন কোনও অপকর্ম নেই যা এসব মুনাফাশিকারী অর্থপিশাচদের কুক্ষিগত ছিল না। এমনকি এই পরিবেশে চলেছিল আট ঘন্টার শ্রমের লড়াই। অবশেষে অনেক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হলো- ১লা মে ১৮৮৬-ঐতিহাসিক মে দিবস। শুরু হলো সারা আমেরিকা জুড়ে ধর্মঘটের উত্তাল তরঙ্গ। তবে শিকাগো ছিল ধর্মঘটের মূল কেন্দ্র। এই ধর্মঘটে পাঁচ লাখেরও বেশী শ্রমিক যোগ দেয়। শুরু হয় পুলিশি বর্বরতা। শুরু হয় 'জঙ্গি' নেতাদের ব্যাপক ধরাপাকড়, নির্যাতন। এরপর চললো বিচারের নামে প্রহসন। বিচারক গ্যারি কয়েকজন শ্রমিককে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেন। ১৮৮৭ সালে ১১ই নভেম্বর ফাঁসির দিন হিসাবে ধার্য হয়। এরপর ১৮৯৩ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক জুরিখ কংগ্রেসে এঙ্গেলসের উপস্থিতিতে যে প্রস্তাব নেওয়া হয়, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— শুধু আট ঘন্টা দিনের জন্যই মে দিবসের সমাবেশে পরিণত করতে হবে এবং এভাবেই যেতে হবে সেই পথে, যেটা সকল জাতির শান্তি র পথ, বিশ্বশান্তির একমাত্র পথ। তারপর থেকে দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেনির চিন্তা ও চেতনায় মে দিবস ক্রমশই নিয়ে এসেছে এক বৈপ্লবিক তাৎপর্য।

তথ্যঋণ: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ

অরোরা থিয়েটার ও তারাসুন্দরী

নির্মল বিশ্বাস

তারাসুন্দরী তিনকড়ির মতো অতো সুন্দরী ছিলেন না। কিন্তু ভাবাভিব্যক্তির ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। শৃঙ্গার ও করুণ ভাবাত্মক ভাবের অভিব্যক্তিতে তাঁর নিপুণতার কথা প্রায় সকলেই বলেছেন। "স্টার" থিয়েটারে অভিনয়ের সময় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির কাছে শিক্ষার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। আবার "মিনার্ভা" থিয়েটারে এরাই ছিলেন তাঁর শিক্ষক।

কিন্তু একথা ঠিক যে, অভিনয় শিক্ষকদের শিক্ষা সত্ত্বেও অভিনয়ে তিনি নিজের চিন্তা ও কল্পনা শক্তিকেও তিনি প্রয়োগ করতেন। কতগুলি চরিত্রে অভিনয়ের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। যেমন, 'রিজিয়া' (রিজিয়া), 'আয়েষা' (দুর্গেশনন্দিনী), 'কল্যাণী' (প্রতাপাদিত্য), জহরা (সিরাজদৌলা), জাহানারা (সাজাহান), শৈবালিনী (চন্দ্রশেখর), গুলনেয়ার (দুর্গাদাস), জনা (জনা) উদিতপুরী (আলমগীর) প্রভৃতি নাটকে। এইগুলির মধ্যে "রিজিয়া" নাটকে নাম ভূমিকায় অভিনয় তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনয় বলে শোনা যায়। শিশু সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায় তারাসুন্দরীর মধ্যে কবিত্বশক্তি লক্ষ্য করেছেন।

শিশিরকুমার ভাদুড়ি "জনা" নাটকে 'জনা'-র ভূমিকায় অভিনয় করতে দিলে তিনি নিজস্ব কল্পনা অনুযায়ী সার্থক অভিনয় করতে সমর্থ হয়েছেন। আবার উদিতপুরীর (আলমগীর) ভূমিকায় অভিনয় তারাসুন্দরীও শিশির ভাদুড়ির সঙ্গে অভিনয় করেছেন। এছাড়াও নানা চরিত্রে তারাসুন্দরীকে শিশিরকুমারের সঙ্গে দেখা গেছে। সামাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সঙ্গীত মুখ্য নাটকে তারাসুন্দরী নাটকে অভিনয়ে পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। শ্রীহরীন্দ্রনাথ দত্ত "শতবর্ষে নাট্যশালা"-য় তিনি বলেছেন, "তাঁহার (তারাসুন্দরী) মতো প্রতিভাবান অভিনেত্রী আমি কখনও দেখিনি। আমার মতে, সেই বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী।" বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে তারাসুন্দরীর নাম চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সমাপ্ত...

গণ আন্দোলনের নেত্রী আরতি ভৌমিকের স্মরন সভায় বহু মানুষের সমাগম

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৪ এপ্রিল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষে নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বনগাঁর বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বিপ্লব ভৌমিকের সহধর্মিনি সমাজকর্মী আরতি ভৌমিক (৬৬)। বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী এবং গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির অন্যতম সদস্যা আরতি দেবী এলেকার মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। সহজ সরল ও উদার মনের মানুষ আরতি দেবীর স্মরণ সভার আয়োজন করেন তাঁর পরিবারের লোকজন এবং তাঁর প্রিয় সংগঠনের সদস্যগণ।

গত ২৫ এপ্রিল অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত পারিবারিক স্মরণ সভায় পৌরোহিত্য করেন প্রয়াত আরতি দেবীর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু রীতা সাহা। সভায় বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বর্ষিয়ান আইনজীবী সুকমলেন্দু সাহা, অ্যাডভোকেট স্বপন মুখার্জী, প্রলয় ভৌমিক, আর্য চ্যাটার্জী, প্রধান শিক্ষক প্রদীপ সরকার। অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষাক দিলীপ ঘোষ,

সুনীল সরকার, নীরেন্দ্র নাথ দাস, অনুপ বিশ্বাস, সমাজকর্মী অনিমা চক্রবর্তী, মায়া কুন্ডু, আরতি বসু, কল্যানা চ্যাটার্জী, অসীমা ঘোষ, বাপ্পা বোস, জগদীশ প্রসাদ সিনহা, রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ উমাপতি চট্টোপাধ্যায় সুকুমার ঘোষ, শ্যামল বিশ্বাস, কবি বাবলু রায় ও প্রয়াত আরতি দেবীর সহোদর ভাই শিক্ষক কালু মিত্র প্রমুখ।

প্রয়াত আরতি দেবীর স্বামী অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক বিপ্লব ভৌমিক উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। প্রয়াতার স্মরণে সকলে উঠে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করেন এবং প্রয়াত আরতি দেবীর প্রতিকৃতিতে ফুল- মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান। বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী রাঘব মণ্ডলের কণ্ঠে সংস্কৃত স্তোত্র ও মর্মস্পর্শী সংগীত উপস্থিত সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করে। মহকুমা আদালতের স্বনামধন্য আইনজীবী প্রয়াত কালিপদ ভৌমিকের পুত্রবধূ ও নীলদর্পন নাটকের স্রষ্টা দীনবন্ধু মিত্রের পরিবারের কন্যা আরতি দেবীর স্মৃতিচারনায় অংশ নেন তাঁর একমাত্র পুত্র দীপক ভৌমিক, পুত্রবধূ শর্মিষ্ঠা ও নাতনি পৌষালী। প্রয়াত আরতি দেবীর স্মরণে স্বরচিত শোকবার্ত পাঠ করেন এ্যাডভোকেট সুকমলেন্দু সাহা। বিশিষ্টজনেরা সকলেই দায়িত্বশীল, কর্তব্যপরায়ন, সহজ সরল ও মানবপ্রেমী আরতি দেবীর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে স্মৃতিচারণা করেন। গণ আন্দোলনের নেত্রী অনিমা চক্রবর্তী বলেন, সহজ সরল আরতি নিমেষেই সকলকে আপন করে নিতে পারতেন। আমাদের সকলের মনের মনিকোঠায় আরতি চির অমর হয়ে থাকবেন। শ্রীমতী চক্রবর্তী, গাওয়া কবিগুরুর "যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে..." এই সংগীতের মধ্য দিয়ে এদিনের স্মরণ সভার সমাপ্তি ঘটে। কবি বাবলু রায় ও অনুপ বিশ্বাসের সঞ্চালনার মুন্সিয়ানায় প্রয়াত আরতি দেবীর এদিনের স্মরণসভা বেশ প্রানবন্ত হয়ে ওঠে।

নেচার স্টাডি বা প্রকৃতি চর্চা

গান্ধীনগরের আদালাজ স্টেপ ওয়েল এবং কাঁকরিয়া হ্রদ

অজয় মজুমদার

এটি গান্ধীনগর জেলার আদালাজ গ্রামে অবস্থিত একটি স্টেপ ওয়েল। ভারতীয় স্থাপত্য কাজের চমৎকার উদাহরণ হল স্টেপ ওয়েল। এটি ১৪৯৮ সালে রানা বীরসিংহ (ডান্ডাই দেশের ভাঘেলা রাজ বংশ) এর স্মৃতিতে তাঁর স্ত্রী রানী রুদাদেবী দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। গুজরাটি এবং মাড়োয়ারি ভাষায়, সোপানটিকে একটি ভাঁজ (জলের স্তরের দিকে নিয়ে যাওয়া) বলা হয়। আদালাজের মতো কূপগুলি একসময় গুজরাটের আধা-শুষ্ক অঞ্চলের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। কারণ তারা পানীয়, ধোঁয়া-কাচা এবং স্থানের জন্য জল সরবরাহ করত। এই কূপগুলি পবিত্র আচার অনুষ্ঠানের স্থানও ছিল। আদালাজের কূপটি খুব জনপ্রিয় ছিল। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল সংগ্রহের জন্য পাকিস্ত ান পর্যন্ত বিস্তৃত ও মহেঞ্জোদাড়ো শহরের কূপ এই কূপের পূর্বসূরী হতে পারে। আদালাজ কূপটি পাঁচতলা গভীর। গভীর কূপ গুলিতে সাংস্কৃতিক স্থাপত্যের চিত্রায়ন হলো ধাপ কূপের ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা, যা প্রথমে হিন্দুদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে মুসলিম শাসনকালে ইসলামী স্থাপত্যের সাথে অলংকৃত ও মিশ্রিত হয়েছিল।

১৫ দশকের কিংবদন্তি অনুসারে ভাঘেলা রাজ বংশের রানা বীর সিংহ একজন হিন্দু শাসক। তিনি এই অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন। তার রাজ্য ছিল ছোট। তাঁর জনগনের দুঃখ দুর্দশা দূর করার জন্য রানা একটি বড় ও গভীর সোপান নির্মাণ শুরু করেন। এই প্রকল্পটি সম্পন্ন হওয়ার আগে, প্রতিবেশী রাজ্যের মুসলমান শাসক মোহাম্মদ বেগদা আক্রমণ করে। রানা যুদ্ধে নিহত হন এবং মোহাম্মদ বেগদা তখন এলাকা দখল করেন। ইতিহাসের অনেক ঘটনা আরো বলার ছিল যা সম্ভব হলো না। এরপর আমরা গেলাম—

কাঁকরিয়া হ্রদ বা Kankaria Lake : এই লেখাটি একটি কৃত্রিম লেক যা গুজরাটের দ্বিতীয় বৃহত্তম লেক হিসেবে স্বীকৃত। এটি মনিনগর এলাকায় অবস্থিত। লেকটি লম্বায় ৫৬০ মিটার। ১৪৫১ সালে সুলতান কুতুবুদ্দিন আহমদ শাহ দ্বিতীয় এর শাসনকালে সম্পন্ন হয়েছিল। যদিও এর উৎস কখনো কখনো চালুক্য যুগে স্থাপন করা হয়।

লেকের চারপাশে লেকফ্রন্ট তৈরি হয়েছে। সেখানে চিড়িয়াখানা, টয়ট্রেন, শিশুদের বিনোদন করবার ব্যবস্থা, বেলুন রাইড, ওয়াটার রাইড, ফুডস্টল এবং বিনোদনের অনেক আকর্ষণ করবার ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা সন্ধ্যার সময় পুরো লেকটা টয় ট্রেনে ঘুরে নিলাম। টিকিট জনপ্রতি ৩০ টাকা। এক কথায় অসাধারণ। কাঁকুরিয়া কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হয় ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে, সপ্তাহ ব্যাপি উৎসবের মধ্যে দিয়ে। রাত নটা। আমরা ফিরে গেলাম আমাদের আশ্রয় 'কোহিনুর প্লাজা'-তে। ফেরার সময় দেখলাম অটল সেতু। সবরমতি নদীর পূর্ব ও পশ্চিম পাড় জুড়ে তৈরি হয়েছে পায়ে চলার এই সেতু। এই সেতুটি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ির নামে— সেতুটির নাম রাখা হয়েছে "অটল সেতু"। চোখ ধাঁধানো এই সেতুটি বর্তমানে গুজরাটের গর্ব।

চাঁদপাড়া সানপাড়া আলোচনা চক্রের বর্ষবরণ উৎসবে নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবারও চাঁদপাড়ার ঐতিহ্যবাহী সানাপাড়া আলোচনা চক্র বর্ষবরণ উৎসব ১৪৩০ উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পয়লা বৈশাখ নববর্ষের প্রভাতে এলেকাবাসীর এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে ৫৭ তম বার্ষিক বর্ষবরণ উৎসবের সূচনা হয়। তিনদিন ব্যাপী আয়োজিত নানা প্রতিযোগিতা ও উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানগুলোতে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজন অংশগ্রহন করেন।

নববর্ষের সকালে অংকন ও ছড়ার গান এবং অপরাহ্ন থেকে রবীন্দ্র সংগীত, একক সৃজন শীল নৃত্য ও একক লোকনৃত্যের প্রতিযোগিতায় প্রচুর প্রতিযোগী ও দর্শকের উপস্থিতি চোখে পড়ে। এদিন চন্দনগরের রঙ্গপীঠ নাট্যগৌষ্ঠী দু'খানি নাটক মঞ্চস্থ করে। পরদিন সকালে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা এবং অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত দলগত লোকনৃত্যের প্রতিযোগিতা বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। রাতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা পুরস্কার প্রদান শেষে পরিবেশিত হয় বর্ধমান প্রয়াস প্রয়োজিত মঞ্চ সফল নাটক 'বুড়ো হওয়ার ঔষুধ'। নাটক শেষে ছিল বহিরাগত শিল্পী সমন্বয়ে সংগীতানুষ্ঠান।

এদিনের পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস, অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নির্মল কান্তি বিশ্বাস, গোপাল চন্দ্র সাহা, বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজকর্মী শ্যামল বিশ্বাস প্রমুখ। সংগঠনের সভাপতি সমীরণ সানা ও সম্পাদক মনোতোষ সরকার উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীগণের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

৩ বৈশাখ উৎসবের শেষ দিন স্থানীয় আইরিশ চক্ষু হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসকগণ কর্তৃক বিনা ব্যয়ে চক্ষু পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় বিচিত্রানুষ্ঠান এবং রাতে শিল্পীলোক যাত্রা সংস্থা পরিবেশিত সামাজিক যাত্রা পালা এক চিলতে সিঁদুর সমবেত দর্শক মণ্ডলীর মনোরঞ্জন করে। নানা প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠানে সার্থক হয়ে ওঠে সানাপাড়া আলোচনা চক্রের ৫৭তম বর্ষের বর্ষবরণ উৎসব।

চড়ক পুজো উপলক্ষে গুনীজন সংবর্ধনা ও নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ শিবশক্তি স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে গাইঘাটার রামপুরে এলেকার জমজমাট চড়ক পুজো উপলক্ষে ছয়দিন ব্যাপী লোকউৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে ছিল গুনীজনদের সংবর্ধনা

অনুষ্ঠান। এলেকার বিশিষ্ট শিক্ষক, সমাজকর্মী ক্রীড়াবিদ সহ কয়েকজন রাজনীতিবিদকেও উদ্যোক্তারা বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বর্ষিয়ান কালিপদ মণ্ডল, দেবদাস মণ্ডল, শিক্ষিকা শিখা ভৌমিক, প্রাক্তন শিক্ষক ও বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ মানিক ঘোষ, শিক্ষাকর্মী জয়ন্ত কুমার সিনহা প্রমুখ। শিবশক্তি স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি সঞ্জয় ঘোষ উপস্থিত সকল বিশিষ্টজনদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ক্লাব সম্পাদক কল্লোল ঘোষ ও বিশ্বনাথ সাহা বলেন আমাদের শিক্ষক মহাশয়গণ সহ উপস্থিত বিশিষ্ট গুনীজনদের সম্মান জানাতে পেরে আমরা ধন্য হলাম। ক্লাবের অন্যতম সদস্য শিক্ষক শম্ভু সাহা বলেন, এই সমস্ত বিশিষ্ট মানুষজনদের সমাজে এখন বিশেষ প্রয়োজন। স্বনামখ্যাত শিক্ষক ও সমাজকর্মী মনিক ঘোষ বলেন, সুস্থ্য সমাজ গঠনে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে এবং প্রত্যেকেরই সমাজের কল্যানে কিছু কিছু কাজ করা আমাদের সকলের একান্ত কর্তব্য হওয়া উচিত। সপ্তাহ ব্যাপী আয়োজিত লোক উৎসবে পুতুল নাচ, লোক সংগীত, বাউল ও নৃত্যের অনুষ্ঠান ছাড়াও ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রামপুরের এই ঐতিহ্যবাহী চড়ক উৎসব ও মেলাকে ঘিরে এলেকার বিভিন্ন গ্রামের মানুষজনের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা চোখে পড়ে। বহু মানুষের উপস্থিতিতে চড়ক উৎসব সার্থকতা লাভ করে।

স্বরূপানন্দ স্মরণ

নীরেশ ভৌমিক ঃ প্রতি বছরের মতো এবারও ঠাকুর শ্রী শ্রী স্বরূপানন্দজীর (বাবামনি) মহাপ্রয়াণ দিবসে স্বরূপানন্দ স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়ার বাসিন্দা ভক্তপ্রাণা কাজল গুহ। গত ২৩ এপ্রিল বাবামনির ৩৮ তম মহাপ্রয়াণ দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিভিন্ন এলেকা থেকে স্বরূপনন্দ মহারাজের বহু ভক্ত উপস্থিত হন। সকল ভক্তজনদের শুভেচ্ছা জানান, অন্যতম ভক্ত কাজল দেবী ও বর্ষিয়ান ভক্ত ধর্মপ্রান অধীর মজুমদার।

উৎসব প্রাঙ্গনের সুসজ্জিত অঙ্গনে ভক্তজনেরা বাবামনির প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সকাল থেকে দিনভর চলে স্বরূপানন্দজীর বাণী পাঠ ও আলোচনা, সেই সঙ্গে ধর্মীয় সংগীতানুষ্ঠান। সমবেত কণ্ঠের হরি ওঁ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে উৎসব প্রাঙ্গন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের জন্য ছিল প্রসাদ ও মধ্যাহ্নে আহারের ব্যবস্থা। বহু ভক্তজনের উপস্থিতিতে এদিনের আয়োজিত স্বরূপানন্দজীর স্মরণ অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

প্রয়াত পত্রিকা সম্পাদক পুলিন কৃষ্ণ দাসের স্মরণ সভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১১ এপ্রিল প্রয়াত হন হাবড়া থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক ধারাপাত পাত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক পুলিন কৃষ্ণ দাস, প্রয়াত সাংবাদিকের মৃত্যুতে শোকাহত অশোকনগর প্রেস ক্লাব ও গোবরডাঙা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে শোকজ্ঞাপন করা হয়। প্রয়াত সাংবাদিকের একমাত্র পুত্র উদয় শংকর ও তাঁর পরিবার পরিজনেদর প্রতি সমবেদনা জানানো হয়। অশোকনগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রলয় দত্ত, সম্পাদক অমর চক্রবর্তী ও প্রবীণ সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা প্রমুখ প্রয়াত পুলিনবাবুর মরদেহে মাল্য অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান। গোবরডাঙা প্রেস ক্লাবের সভাপতি বিশিষ্ট সাংবাদিক দেবাশিষ, মণ্ডলও শবদেহে পুষ্প স্তবক অর্পন করে

শেষ শ্রদ্ধা জানান। গত ২২ এপ্রিল গোবরডাঙা গবেষণা পরিষনা পরিষদ কর্তৃপক্ষ প্রয়াত সাংবাদিক পুলিন বাবুর স্মরণ সভা আয়োজন করে। প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী দীপক কুমার দাঁর পৌরহিত্যে এদিনের স্মরণ সভায় বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বর্ষিয়ান সাংবাদিক সরোজ চক্রবর্তী, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক ড. সুনীল বিশ্বাস, কবি গৌরাঙ্গ দাস। ছিলেন সমাজ কর্মী গোবিন্দ লাল মজুমদার, সাংবাদিক সুধীন গোলদার, আশিস ঘোষ, লেখক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, কবি স্বপন বালা, সংবাদিক দিলীপ রায়, মলয় দাস ও শ্যামল চ্যাটার্জী প্রমুখ। প্রয়াত সাংবাদিক পুলিন বাবুর উদ্দেশ্যে লেখা শোকবার্তা পাঠ করেন, পুলিন বাবুর অত্যন্ত কাছের মানুষ বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা। শোকবার্তাটি প্রয়াত সাংবাদিকের পুত্র উদয়শংকরের হাতে তুলে দেন গবেষণা পরিষদের কর্ণধার দীপক দাঁ। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের স্মৃতিচারনায় প্রয়াত সাংবাদিক পুলিন বাবুর বর্ণময় জীবনের বিভিন্ন দিক্ তুলে ধরেন। পুলিনবাবু ছিলেন পত্রিকা অন্ত প্রান, এই পত্রিকাকে জীবনের সঙ্গী করে তিনি বেঁচেছেন, আবার বলা চলে এই পত্রিকার জন্যই তিনি মরেছেন বলে, পুত্র উদয় জানান। মায়ের গয়না বিক্রি করে বাবা পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। এই পত্রিক তাঁকে যেমন অনেক সম্মান দিয়েছে, তেমনি পত্রিকায় সত্য ঘটনা তুলে ধরায় জুটেছে হুমকি, নিগ্রহ, এমনকি কারাবাস, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই দীর্ঘকালে তিনি এই পত্রিকা প্রকাশ করে গেছেন। প্রতিবাদী পুলিন বাবু চিরদিন অন্যায় অবিচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন হাবড়ার উন্নয়নে পুলিন বাবুর অবদান সকলে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

বিশ্বের প্রথম ন্যানো ডিএপি তরল সার জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী IFFCO-এর ন্যানো DAP তরল সার জাতির সেবায় নিবেদিত করেছেন নয়াদিল্লিতে IFFCO-এর প্রধান কার্যালয়ে।

IFFCO ন্যানো DAP লিকুইড FCO-এর অধীনে বিজ্ঞাপিত শীঘ্রই কৃষকদের কাছে উপলব্ধ হবে।

এটি উদ্ভিদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকরী সমাধান এবং এটি 'আত্মনির্ভর ভারত' এবং 'আত্মনির্ভর কৃষি'-এর সাথে সঙ্গতি রেখে তৈরি করা হয়েছে।

এটি প্রচলিত DAP থেকে সস্তা (এক ব্যাগ DAP এর দাম ১৩৫০ এবং এক বোতল ন্যানো DAP লিকুইড মাত্র ৬০০)

জৈবিকভাবে ব্যবহারের জন্য নিরাপদ এবং মাটি, জল এবং বায়ু দূষণ কমানোর লক্ষ্য

প্রচলিত DAP আমদানির উপর নির্ভরতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে।

এছাড়াও উল্লেখযোগ্যভাবে লজিস্টিক এবং গুদামজাতকরণ খরচ কমিয়ে আনবে

নয়াদিল্লি, এপ্রিল ২৬, ২০২৩ : IFFCO দ্বারা বিশ্বের প্রথম ন্যানো DAP তরল সার আজ নতুন দিল্লির IFFCO সদনে মাননীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ প্রবর্তন করেন যাতে কৃষকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উপায় প্রদান করা যায় এবং তাদের আয় বাড়াতে সাহায্য করে। সমৃদ্ধি এবং আত্মনির্ভর ভারত-এর প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন বাস্তবায়নের দিকে একটি বিশাল পদক্ষেপ। মাননীয় মন্ত্রী ন্যানো ডিএপি তরল সার জাতির সেবায় উৎসর্গ করেছেন IFFCO, নয়াদিল্লিতে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে যা সারা ভারতে এবং বিদেশে লক্ষ লক্ষ কৃষক, সদস্য সমবায় সমিতিগুলি অনলাইনে দেখেছিল।

IFFCO গুজরাটের কালোল, কান্ডলা এবং উড়িষ্যার পারাদ্বীপে ন্যানো ডিএপি সার উৎপাদনের জন্য উৎপাদন সুবিধা স্থাপন করেছে। কালোল প্ল্যান্টে ইতিমধ্যে উৎপাদন শুরু হয়েছে এবং এ বছর ৫ কোটি বোতল ন্যানো ডিএপি লিকুইডের সমতুল্য ২৫ লাখ টন ডিএপি তৈরি করা হবে। আশা করা হচ্ছে যে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের মধ্যে, IFFCO-এর ৩টি ন্যানো ডিএপি প্ল্যান্টের মাধ্যমে ১৮ কোটি বোতল ন্যানো ডিএপি তৈরি করা হবে।

ন্যানো ডিএপি লিকুইড হল নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের একটি দক্ষ উৎস এবং উদ্ভিদের নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের ঘাটতি পূরণে সাহায্য করে। ন্যানো ডাই-অ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি) তরল সার যেটি ইন্ডিয়ান ফার্টিলাইজার কোঅপারেটিভ (IFFCO), দেশের বৃহত্তম সার সমবায় দ্বারা তৈরি করা হয়েছে, ২ মার্চ, ২০২৩-এ সার নিয়ন্ত্রণ আদেশের অধীনে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে এবং IFFCO-কে ভারতে ন্যানো DAP তরল উৎপাদনের অনুমতি দিয়ে একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। এটি জৈবিকভাবে নিরাপদ এবং পরিবেশ বান্ধব, অবশিষ্টাংশ মুক্ত সবুজ চাষের জন্য উপযুক্ত।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শ্রী অমিত শাহ, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমবায় মন্ত্রী, ভারত সরকার, বলেছেন, "সফল সমবায় সমিতিগুলি গবেষণার জন্য তাদের কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে নতুন ক্ষেত্রগুলিতে প্রবেশ করা আজকে সমস্ত সমবায় সমিতির জন্য অনুপ্রেরণার উৎস করে তুলেছে। IFFCO-এর ন্যানো DAP (তরল) পণ্য লঞ্চ হল ভারতকে সারের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর করার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সূচনা। যেহেতু রাসায়নিক সার ভরা জমির কারণে কোটি কোটি ভারতীয়ের স্বাস্থ্য আজ হুমকির মুখে, IFFCO ন্যানো ডিএপি (তরল) উৎপাদনের গুণমান এবং পরিমাণ এবং জীবন উভয়ই বৃদ্ধি করবে এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জমি সংরক্ষণে বিশাল অবদান রাখবে। "

"দেশে মোট সার উৎপাদন হয়েছে ৩৮৪ লাখ মেট্রিক টন। এতে সমবায় সমিতি উৎপাদন করেছে ১৩২ লাখ মেট্রিক টন। ১৩২ লক্ষ মেট্রিক টন সারের মধ্যে IFFCO একাই ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন সার তৈরি করেছে। ভারতের স্বনির্ভরতায় আমাদের সমবায় সমিতি IFFCO-এর বিশাল অবদান রয়েছে", শ্রী অমিত শাহ আরও যোগ করেছেন।

IFFCO-এর চেয়ারম্যান, শ্রী দিলীপ সাংহানি বলেন, "কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং তাদের উন্নত ভবিষ্যৎ প্রদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদির সহযোগিতা সে সমৃদ্ধি এবং আত্মনির্ভর ভারত-এর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতি রেখে ন্যানো ডিএপি লিকুইড তৈরি করা হয়েছে।"

ইফকোর এমডি, ডক্টর ইউএস অবস্থি বলেন, "ন্যানো ডিএপি তরল ফসলের পুষ্টির গুণমান ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে খুবই কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং পরিবেশের উপর ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে যার ফলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।" তিনি আরও জানান যে, IFFCO কৃষকদের উন্নতির জন্য অত্যন্ত উদ্ভাবনী নতুন যুগের কৃষি প্রযুক্তি এবং অনুশীলনের উপর ক্রমাগত কাজ করে চলেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের হেলিপ্যাড

প্রথমপাতার পর...

এই হেলিপ্যাড এভাবে নষ্ট করা এবং ভেতরে ট্রাক পার্কিং মেনে নেওয়া যায় না।" এবিষয়ে বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বলেছেন, বেআইনিভাবে কিছু দালাল শ্রেণির লোকজনের মাধ্যমে হেলিপ্যাডটি লরি পার্কিং হিসেবে অপব্যবহার করা হচ্ছে।

জনপ্রতিনিধি হিসেবে সত্যিই এজন্য ব্যথিত। যারা এর সঙ্গে যুক্ত আছে তাদেরকে গ্রেফতারের দাবিও জানিয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ। বিজেপি নেতা দেবদাস মণ্ডল বলেন, জনগনের টাকায় তৈরি এই হেলিপ্যাড। অ্যাকশন তৃণমূলের লোকেরা ওখানে অসাধু কারবার চালাচ্ছে। এসব বন্ধ না হলে এবং সেটি রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা না হলে তারা ধর্না-অবস্থানে বসবেন।

বিধায়কের গাড়িচালক পেটালো বিজেপি কর্মীকে

প্রথম পাতার পর

সেখানে চড়াও হয় অভিযুক্তরা। শান্তনু বাবু বলেন, রাস্তায় ফেলে মারধর করা হয়। গলায় পা দিয়ে মাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পা লাগে চোখে। বাঁ চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। এ বিষয়ে অশোক বাবু বলেন, 'আমার দুটি গাড়ি। স্থায়ী গাড়ির চালক ছুটিতে গিয়েছেন। পারিবারিক গাড়ির চালক লাল্টু গতকাল আমার গাড়ি নিয়ে নিজের বাড়িতে গিয়েছিল। রাতে কি হয়েছে তার দায় আমার না। ঘটনাটি বিরোধীদের চক্রান্ত হতেপারে। এ বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'অসভ্য গোষ্ঠী কোন্দলে জেরবার দল একটি বিজেপি। মানুষ মান্য ক্ষমতা দিয়েছে তাতেই দলের লোকজনকে মারছে। আরেকটু বেশি ক্ষমতা পেলে সাধারণ মানুষকে মেরে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেবে।

COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।
UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

Future India Logistics
WE CARRY YOUR TRUST
Tapabrata Sen
Proprietor
LOGISTICS
7501855980 / 7001727350
futureindialogistics@yahoo.com
Subhasnagar, Bongaon
North 24 pgs, PIN- 743235
TRANSPORT SHIPPING & LOGISTICS SOLUTIONS

ইফকোর নতুন আবিস্কার ন্যানো ডি এ পি'র উদ্বোধন কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহের

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৬ এপ্রিল দেশের রাজাধানী দিল্লীতে ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কো- অপারেটিভ লিমিটেড (IFFCO) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে ইফকোর নতুন আবিষ্কার ন্যানো ডি এ পি'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ।

এদিনই ঠিক একই সময়ে জেলা, রাজ্য তথা দেশের অন্যতম সেরা গাইঘাটার মধুসূদনকটি সমবায় কৃষিউন্নয়ন সমিতির সভাগৃহে এক কৃষি আলোচনা চক্রের আয়োজন করে ইফকোর জেলা আধিকারিকগণ। সভায় ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের শ'খানেক কৃষিজীবী মানুষজন উপস্থিত হন। আলোচনা সভার শুরুতে দেশের রাজধানী দিল্লী থেকে কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহজি কর্তৃক ইফকোর অনন্য আবিস্কার ন্যানো ডি এ পি'র অনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দৃশ্য পর্দায় সরাসারি সমবেত কৃষকগণকে দেখানো হয়।

এদিনের প্রদর্শিত লাইভ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মধুসূদনকাটি সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক কালিপদ সরকার, সমিতির পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য তরুন ঘোষ,ছিলেন ইফকোর জেলা প্রতিনিধি (ফিল্ড ম্যানেজার) রীতেশ ঝা প্রমুখ। মিঃ ঝা জানান, ইফকোর তরল ন্যানো ইউরিয়ার পর এই ন্যানো ডি এ পি'র (তরল) আবিষ্কার ভারতবর্ষের কৃষিজগতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। রীতেশজী আরোও জানান, জমিতে দানাসার ব্যাবহারে অনেকটাই নষ্ট হয়ে থাকে, কিন্তু ইফকোর নতুন আবিষ্কার ন্যানো ডিএপি ৮০ শতাংশই ফসলের ভালোর জন্যই কাজ করে থাকে। ৫০০ মিঃ লিটার এর এক বোতল ন্যানো ডি এ পি জমিতে ব্যবহার করলে এক বস্তা অন্য সারের থেকেও ভালো ফল পাওয়া যাবে। এতে ফসফেট ও নাইট্রোজেন দুটোই রয়েছে। বর্তমানে কৃষি জমির মাটির অবস্থা ভালো নেই, তাই মাটি ও পরিবেশের সুরক্ষায় এবং ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ন্যানো ডি এ পি'র ব্যবহার প্রয়োজন। ৫০ শতাংশ ইউরিয়া এবং ৫০ শতাংশ ফসফেট সার ব্যবহার কম করে ন্যানো ইউরিয়া ও ন্যানো ডি এ পি (তরল) ব্যবহার করলে ভালো ফলন মিলবে। তবে সকালের দিকে ও বিকেলের দিকে ফসলে এই তরল ন্যানো ডি এ পি স্প্রে করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে বলে ইফকোর ফিল্ড ম্যানেজার রীতেশ ঝা আরোও জানান।

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৮৯১৮৭৩৬৩৩৫

দুয়ারে সরকার শিবিরে চক্ষু পরীক্ষা ও চশমা প্রদান

নীরেশ ভৌমিক ঃ চলতি মাসের প্রথম দিন থেকেই সারা রাজ্যে শুরু হয়েছে ৬ ষ্ঠ পর্যায়ের দুয়ারে সরকার প্রকল্পের শিবির। প্রথম ১০ দিন গ্রামের বিভিন্ন বুথে ৩৩ টি প্রকল্পের পরিষেবা প্রদানে আবেদন পত্র গ্রহন করা হয়েছে। পরবর্তিতে প্রথমে ১০ দিন ও পরে আরোও ১০ দিন বাড়িয়ে ৩০ এপ্রিল অবধি চলছে বিভিন্ন প্রকল্পের পরিষেবা প্রদান কর্মসূচী। গাইঘাটার বিডিও সঞ্জয় সেনাপতি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন এবারের দুয়ারে সরকারে নতুন চারটে প্রকল্প বেড়ে মোট ৩৩টি প্রকল্পের পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে।

এছাড়া শিবিরে বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীদের শিশুদের সুষম আহারের তালিকা, লোক প্রসার প্রকল্পের শিল্পীদের লোক সংগীতের অনুষ্ঠান ছাড়াও ছিল চক্ষু পরীক্ষা শিবির। গাইঘাটা ব্লকের বিভিন্ন শিবিরে চাঁদপাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ অনিমেষ চ্যাটার্জী উপস্থিত চক্ষুরোগীদের চক্ষু পরীক্ষা করেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। দুস্থ রোগীদের বিনা মূল্যে চশমাও প্রদান করা হয়।

গত ২২ এপ্রিল ঠাকুরনগর হাসপাতালে দুয়ারে সরকার শিবিরে নাম লেখানো দুই শতাধিক চক্ষুরোগীকে নতুন চশমা প্রদান করা হয়। চশমার ফ্রেম ও চশমা রাখার বাক্সের কোয়ালিটি তেমন ভালো না হলেও বিনা মূল্যে নতুন চশমা পেয়ে স্বভাবতই খুশি চক্ষুরোগী সাধারন মানুষজন। দীর্ঘক্ষন লাইন দিয়ে সকলেই চশমা সংগ্রহ করেন।

একাডেমীর সাংস্কৃতিক কর্মশালা ও সেমিনার

সঞ্জিত সাহা ঃ বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও ঠাকুরনগরের অন্যতম ঠাকুরনগর মাইম একাডেমী অফ কালচার বাৎসরিক উৎসবের আয়োজন করে।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ১০ দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মশালায় নাট্য প্রশিক্ষণ ছাড়াও ছিল সংগীত নৃত্য ও আবৃত্তির প্রশিক্ষণ। শেষ দু'দিন অনুষ্ঠিত নাটকের সেমিনারে সংস্থার সদস্য সদস্যাগণ অংশ নেয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত রাজ্য নাট্য একাডেমীর অর্থানুকুল্যে অনুষ্ঠিত সংস্কৃতি কর্মশালায় মূকাভিনয় এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন নৈহাটির মিনি মাইম সেন্টারের কর্ণধার বিশিষ্ট মূকাভিনেতা বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী।

নাটকের কর্মশালা ও নাট্য আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও ঠাকুরনগর সাংস্কৃতিক পরিষদের কর্ণধার দীপক মিত্র ও খড়দা থিয়েটার জোনের নাট্যনির্দেশক ও বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা তপন দাস প্রমুখ। দশদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মশালা শেষে অংশ গ্রহনকারী প্রশিক্ষনার্থীগনের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। কর্মশালায় উপস্থিত সকলের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

ঠাকুরনগরে মহাসমারোহে স্বামী পঞ্চানন গোস্বামীর ১২৬ তম জন্ম জয়ন্তী উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ অন্যান্য বৎসরের মতো এবারও গত ১৪ এপ্রিল ঠাকুরনগরের শিমূলপুরের পঞ্চানন সেবাশ্রমে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় স্বামী পঞ্চানন গোস্বামী মহারাজের ১২৬ তম জন্ম-জয়ন্তী। মহারাজের পুণ্য আবির্ভাব উপলক্ষে এবারও অষ্ট প্রহর ব্যাপী নামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর ২৪ পরগণা ও নদীয়া জেলার ৪টি বিখ্যাত নামগানের দল অষ্ট প্রহর ব্যাপী নামগান পরিবেশন করেন। নাম যজ্ঞের অধিবাস কীর্তন পরিবেশন করেন আশ্রমের ভক্ত বৃন্দ।

৩দিন ব্যাপী আয়োজিত জন্মমহোৎসবের বিভিন্ন দিনে বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় শিক্ষক ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক বাসুদেব মণ্ডল, শিক্ষক গোবিন্দ চন্দ্র ঘটক, সমাজকর্মী কমল চন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ। প্রতিষ্ঠানের সভাপতি যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ সকলকে স্বাগত জানান।

তিনদিন ব্যাপী পরিবেশিত উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে ছিল প্রভাতী কীর্তন, গীতা পাঠ, ভক্তিগীতি ও বিজয়গীতি, পদাবলী কীর্তন ও বাল্যভোগ। ১লা বৈশাখ গুরুদেবের প্রতিকৃতিসহ নগর পরিক্রমায় অগনিত ভক্ত বৃন্দের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো, প্রতিদিন দূরদূরান্ত থেকে আগত ভক্তগন প্রসাদ গ্রহন করেন। আশ্রম কমিটির সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল ও মঠাধ্যক্ষ দুঃখানন্দ ব্রহ্মচারির পরিচালনায় এবারে স্বামী পঞ্চানন গোস্বামীর মহারাজের ১২৬ তম জন্ম জয়ন্তীর অনুষ্ঠান সার্থকতা লাভ করে।

ধামাকা অফার
HALL MARK
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি-র

আগামী ৯ই বৈশাখ, ইং ২৩ এপ্রিল রবিবার শুভ অক্ষয় তৃতীয়া ও হালখাতা উপলক্ষে নিউ পিসি জুয়েলার্স সবাইকে জানায় সাদর আমন্ত্রণ।
◆ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে নিউ পিসি জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে সোনার গহনার মজুরীতে ধামাকা ছাড়।
◆ ডায়মণ্ড জুয়েলারী ডায়মণ্ডের ওপর থাকছে ১০% ছাড়।
◆ সার্টিফাইড আসল গ্রহরত্নের ওপর থাকছে ১০% ছাড়।
◆ এছাড়াও থাকছে এন পি সি অপটিক্যাল-এর Gift Voucher
◆ আমাদের শোরুমে আছে হালকা ও ভারি আধুনিক ডিজাইনের গহনার সম্ভার।
◆ আমাদের মজুরী সবার থেকে কম।
◆ পুরনো সোনার পরিবর্তে হলমার্কযুক্ত সোনার গহনা পাওয়া যায়।
◆ জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরির জন্য যোগাযোগ করুন।
◆ সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরির জন্য পুরুষ ও মহিলারা যোগাযোগ করুন।
◆ Employee দের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
◆ দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিং-এর জন্য নিউ পি. সি. জুয়েলার্স-এ এসে সরাসরি যোগাযোগ করুন।
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা
এন পি.সি. অপটিক্যাল

বনগাঁতে নিয়ে এলা চশমার ফ্রেম ও পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার। এছাড়া সমস্ত রকমের কনট্যাক্ট লেন্স পাওয়া যায়।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে লোকনাথ মার্কেট), বনগাঁ। মো : ৮৯৬৭০৩০৮৪২

বনগাঁ উৎসবে যোগাসনে প্রথম অঙ্কিতা

নীরেশ ভৌমিক ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবারও খেলাঘর ময়দানে এপ্রিলে শুরু হয়েছে বনগাঁ পৌরসভা পরিচালত বনগাঁ উৎসব। উৎসবে সংগীত, নৃত্য, নাটক, আবৃত্তি ছাড়াও ছিল যোগাসন প্রতিযোগিতা। গত ৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় যোগাসন প্রতিযোগিতা। বয়সভেদে বালক বালিকা ছাড়াও ছিল সর্বসাধারনের জন্য যোগাসন প্রতিযোগিতা।

বালিকা ১০-১৫ বৎসর বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করে চাঁদপাড়া-ঢাকুরিয়ার বাসিন্দা বনগাঁ যোগতীর্থের শিক্ষার্থীনি অঙ্কিতা বালা। দ্বিতীয় স্থান লাভ করে বনগাঁ যোগতীর্থেরই কেয়া দাস, আর তৃতীয় স্থান অধিকার করে ঘোষ ফিজিও'র অনুষ্কা ঘোষ।

প্রথম স্থানাধিকারী অঙ্কিতার মা শীলা বালা জানান, অঙ্কিতা গত কয়েক বছর যাবৎ বনগাঁ যোগতীর্থের যোগ প্রশিক্ষক প্রসেনজিৎ স্যারের নিকট প্রশিক্ষণ গ্রহন করছে। ইতি মধ্যে অঙ্কিতা জেলাস্তর সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করে বহু পুরস্কার পেয়েছে। যোগাসনই ওর ধ্যান জ্ঞান বলে জানালেন অঙ্কিতার মা শীলা দেবী।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এবারের বনগাঁ উৎসবে বাংলার গর্ব সংগীত সম্রাজী গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এর স্মরণে সফল প্রতিযোগীদের হাতে শংসাপত্র স্মারক উপহার ও পুরস্কার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানান উপস্থিত বিশিষ্টজন। সকলেই সফল প্রতিযোগীগনের আরোও সাফল্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন।

দীর্ঘদিনের কাশিতে অস্থির? মেনে চলুন এই সহজ ঘরোয়া উপায়গুলি

প্রতিনিধি ঃ কাশির সমস্যা ছোট থেকে বড় সবার মধ্যেই দেখা যায়। তবে কাশি দু'রকমের হতে পারে। এক শ্লেষ্মাযুক্ত কাশি, অন্যটি শুকনো কাশি। সবথেকে মানুষকে বিরক্ত করে দীর্ঘদিনের শুকনো কাশি।

সাধারণত ঋতু পরিবর্তনের সময় ঠান্ডা-গরমের ফলে শ্লেষ্মাযুক্ত কাশি, আর ধুলোবালি, দূষণের ইত্যাদির কারণে শুকনো কাশি হয়ে থাকে। তার মধ্যে এখন কোভিড-১৯, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, অ্যাডিনো ভাইরাসের ছড়াছাড়ি, ফলে কাশি যেন কমার নামই নেয় না। তবে আর চিন্তা নয়, কাশির জন্য আপনাকে এখন সবসময় ওষুধ খেতে হবে না। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন বাড়িতেও কিছু প্রাকৃতিক উপায়ে আপনি আপনার দীর্ঘদিনের কাশি থেকে রেহাই পেতে পারেন। তবে কী সেই উপায়গুলি?

চিকিৎসকের পরামর্শ, প্রথমেই আপনাকে আপনার গলাকে বিশ্রাম দিতে হবে। সঙ্গে কিছু খাবার ও পানীয় খাদ্যতালিকায় যোগ করতে হবে। যা আপনার গলাকে আর্দ্রতা দেবে। আপনাকে দিনে বারবার গরম জল, গরম স্যুপ, তরল জাতীয় খাবার, গরম চা, কফি খেতে হবে। তবে বিশেষ নজর দিতে হবে যাতে চা, কফি বেশি না খাওয়া হয়ে যায়।

কারণ এতে পরে অ্যাসিডিটির সমস্যা হতে পারে। এছাড়াও তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য ফল, শাকসবজিও খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আর সবথেকে প্রয়োজনীয় ও উপকারী উপায় হল গার্গেল করা। উষ্ণ গরম জলের সঙ্গে সামান্য লবণ মিশিয়ে সারাদিনে বারবার গার্গেল করতে হবে। এতে আপনার গলা ব্যথা থাকলে সেটি কমবে ও কাশি থেকেও দ্রুত মুক্তি পাবেন।

(বিঃদ্রঃ- এখানে দেওয়া তথ্য সাধারণ বিশ্বাস এবং তথ্যের উপর ভিত্তি করে। এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্পর্কে "সার্বভৌম সমাচার"- এর কোনও দায় নেই।)

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9647791986 / 7076271952**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in **Sub- Editor- Haridas Golder** **Editor- Utpal Mallick**